কাব্যমঞ্জরী।

ভূমিকা।

তাপময় এই ধরা, সুধু বিষ-ফল-ভরা ;
আস্বাদে মুমূর্ষু জনগণ ;
সে যাতনা জুড়াইতে, লোকে দিব্য ফল দিতে,
কাব্য কল্পতরুর সৃজন।
এক ক্ষুদ্র শাখা তার, অতি যত্ন সহকার,
হৃদে আমি করিয়া রোপণ,
আশা করি সুধা-ফল, নিয়ত শীলন-জল,
করিলাম তাহাতে সিঞ্চন।
পেয়ে ক্ষেত্র অনুকূল, হলো চারা বর্দ্ধ-মূল,
কালেতে ধরিল এ মঞ্জরী ;
কাব্যামোদি-বন্ধু যাঁরা, অতিশয় প্রীত তাঁরা,
এ সকল দরশন করি।
তাঁহাদের মতগামী হইয়া, এসব আমি
অদ্য করিতেছি প্রকটন ;
পণ্ডিত-মধুপগণ, যেন অনুরক্ত হন,
এই মাত্র মম আকিঞ্চন॥

কবিতার জন্ম।

এক নিশি শশি-করে, গ্রীষ্ম-দগ্ধ-কলেবরে,
একা আমি ত্যজিয়া ভবন,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, গেলাম জাহ্নবী-তীরে,
সেবিতে শীতল সমীরণ।
হয়ে তথা উপনীত, সুস্থির করিয়া চিৎ,
মুখে গঙ্গাজল প্রক্ষালনে,—
বালুকা-পুলিনে বসি, দেখিতে ছিলাম শশী
বিম্বিত সে সলিল দর্পণে।
হেনকালে কর্ণে মম, ভ্রমর-গুঞ্জর সম,
প্রবেশিল রোদনের ধ্বনি ;
ইতস্ততঃ নেত্রপাত করি, দেখি অকস্মাৎ,
দক্ষিণে কাঁদিছে এক ধনী।
পদ্মগন্ধা সেই নারী, পদ্ম জিনি সুকুমারী,
পদ্মা সমা বসি পদ্মাসনে ;
মনোহরা বর-তনু, যথা পুরন্দর-ধনু,
বরষায় সুদৃশ্য গগণে।
নেত্র হতে অনিবার, বহিতেছে অশ্রুধার ;
নির্ঝর হইতে যথা জল।

---

* মৃত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পরেই এই প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল।

শরীর কোমল হেন, অনুমান হয় যেন
নিশ্বাসে বিদরে উরঃস্থল।
এলায়ে পড়েছে কেশ, ছিন্ন ভিন্ন ভূষা, বেশ,
বাম-করে লগ্ন বাম গাল ;
দেখি মনে ভ্রম হয়, হিম-পূর্ণ কুশেশয়
বিরাজিত সহিত মৃণাল।
তার শোক দরশনে, দুঃখ-পরি-পূর্ণ-মনে,
সুধালাম বিনয় বচনে,
" কে তুমি ? কাহার নারী ? বিধু-মুখ করি ভারি,
একেলা কাঁদিছ কি কারণে ?
আপনার পরিচয়, দেহ, ধনি, সমুদয়,
কোন ভয় না মানিও মনে,
যদি কিছু উপকার, সাধ্য থাকে করিবার,
অবশ্য করিব প্রাণপণে।"
আমার কথায় ধনী, চমকি উঠি অমনি,
কষ্টেতে রোদন সম্বরিল ;
স্বর-বদ্ধ নেত্র-নীরে, মৃদু ভাষে ধীরে, ধীরে,
এই মত কহিতে লাগিল।
" পৃথিবীর বাল্যকালে, যখন তিমির জালে
ব্যাপ্ত ছিল মানবের মন,
মিথ্যানাম্নী দিতি-সুতা, কাম-রূপা, মায়া-যুতা,
ভূ-মণ্ডল করিল শাসন।
মন্ত্রের মোহন-ফাঁদে, ভূতলে আনিয়া চাঁদে,
সে দানবী পতিত্বে বরিল ;

তাহাতে জন্মিল কন্যা, রূপেতে ধরণী ধন্যা,
নাম তার কল্পনা রাখিল।
শুক্ল-পক্ষ-চন্দ্রোপমা, সে কুমারী মনোরমা,
বাড়িয়া উঠিল দিন দিন;
কৈশোরে রূপের তার, উপমা ছিলনা আর,
শশি-দ্বেষী নলিন মলিন।
বালা যত লীলা খেলা করিত অনূঢ়া-বেলা,
এক মুখে না হয় বর্ণন,
আরোহি আকাশ-যানে, ভ্রমিত সে নানা স্থানে,
গিরি, দরী, নগর, কানন;
কভু মেঘ-লোকে রঙ্গে, নাচিত চপলা সঙ্গে,
জলদের দুন্দুভির তালে;
কিম্বা, ধরি ইন্দ্রধনু, জলে নেহারিত তনু,
বিভূষিতা বলাকার মালে।
এমন অপূর্ব্ব মেয়ে, শুভাদৃষ্ট ফলে পেয়ে,
মিথ্যার বাড়িল অহঙ্কার;
নাশিতে তাহার মান, দর্প-হারি-ভগবান্,
করিলেন উপায় তাহার।
সূর্য্য-লোক পরিহরি, অবনীতে অবতরি,
সত্যদেব হইলা প্রকাশ;
মধ্যাহ্ন সহস্র-কর, জিনিয়া প্রখর-তর,
মুখে যাঁর আশ্চর্য্য বিভাস।
গৌর কান্তি, শুক্ল বেশ, কলঙ্কের নাহি লেশ,
অতিশয় উন্নত আকার,

অংশুমান জটাজাল, বাহুদ্বয় সুবিশাল,
বক্ষঃস্থল বিপুল-বিস্তার।
বিচার নামেতে তাঁর, করে খর তরবার,
অগ্নি-শিখা সম সমুজ্জ্বল;
তাহার ভীষণাকার দেখি, মানি চমৎকার,
কাঁপিল মিথ্যার দল বল।
সত্য-দেব পদার্পণে, সসৈন্য, সশঙ্ক-মনে,
পলায় অজ্ঞান-সেনাপতি;
মৃগেন্দ্রে দেখিলে পরে, যেমন ত্রাসিতান্তরে,
মৃগেরা পলায় দ্রুতগতি।
তথাপি যে সব স্থান, সত্য-দেব ত্যজি যান,
পুনঃ তথা আসিয়া অজ্ঞান,
বলিয়া মিথ্যার জয়, অধিকার করে লয়;
তিনি এলে আবার প্রস্থান।
কিছু কাল এইমত, বিগ্রহে হইল গত;
মিথ্যা ত হারিয়া নাহি হারে;
কিন্তু ক্রমে ছারখার, দেখি নিজ অধিকার,
ব্যগ্র হলো সন্ধি করিবারে।
এ দিকেতে মহামতি, সত্য-দেব ত্যক্ত অতি,
স্বীয় ধামে যেতে আকিঞ্চন;
হেন কালে দৈবাধীন, পথি-মধ্যে এক দিন,
কল্পনার সহ সংঘটন।
যেন দীপ্ত-সৌদামিনী, হেরি সেই সীমন্তিনী,
মুগ্ধ সত্যদেবের মানস;

করস্থ বিচার-অসি, ভূতলে পড়িল খসি;
হৃদয়ে জন্মিল নব রস।
মিথ্যা-সুতা কাছে গিয়া, সবিনয় সম্ভাষিয়া,
পাণি-গ্রহণের অভিলাষ,
মধুর, মোহন স্বরে, সত্যদেব সকাতরে,
অতঃপর করিলা প্রকাশ।
তাঁর রূপ নিরীক্ষণে, মোহিনী মোহিত-মনে
সম্মতি জানাল মৌন ছলে;
গল-মাল্য বদলিয়া, তখন গান্ধর্ব্ব-বিয়া,
দুজনে করিলা সেই স্থলে।
মাতা রাগ করে পাছে, এই ভয়ে তার কাছে,
একথা না কহিল ললনা;
কিছু দিন পরে তারি, উদর হইল ভারী,
গর্ভিণী হইল চন্দ্রাননা।
গর্ভ প্রকাশের ডরে, না থাকিতে পারি ঘরে,
বনে বালা করিল প্রস্থান;
মিথ্যা মিথ্যা অনুমানে, চড়ি বুঝি ব্যোম-যানে,
নন্দিনী ভ্রমিছে নানা স্থান।
দশমাস গর্ভ ধরি, আমারে প্রসব করি,
জন-শূন্য অরণ্য ভিতর,
কল্পনা নিষ্ঠুর মনে, বাল্মীকির তপোবনে,
ফেলি চলিলেন অতঃপর।
দৈব-যোগে বাগীশ্বরী, ভ্রমণের ইচ্ছা করি,
হঠাৎ নামিয়া সেই স্থলে;

দেখিলেন সদ্যোজাতা, কন্যা এক বিনা মাতা,
কাঁদিছে পড়িয়া বৃক্ষতলে।
দৃষ্টি মাত্র সেই ক্ষণ, মম জন্ম-বিবরণ
জানি দেবী অন্তর-যামিনী,
স্নেহার্দ্র, দয়ার্দ্র মনে, ভূমি হতে সযতনে,
কোলে লৈলা হয়ে উৎসুকিনী।
তৎপরে আমারে লয়ে, বাল্মীকির পর্ণালয়ে,
বাণী মাতা করিলা গমন ;
মুনির নিকটে গিয়া, কোলে তাঁর সমর্পিয়া,
আজ্ঞা দিলা করিতে পালন।
বাল্য-কালে পিতৃ-সম, পালি সে মুনিসত্তম,
কবিতা রাখিলা মম নাম,
আমারে হৃদয়ে করি, রামের চরিত স্মরি,
রচিলেন কাব্য অভিরাম।
কৈশোর অতীত হলে, সরস্বতী কুতূহলে,
আমারে করিলা সহচরী ;
দিয়া নানা অলঙ্কার, সদা কাছে আপনার,
রাখিতেন অনুগ্রহ করি।
এক দিন তাঁর সঙ্গে, বিমানে চড়িয়া রঙ্গে,
গেলাম পিতার নিকেতনে।
পেয়ে মম পরিচয়, সত্যদেব সহৃদয়,
তুষিলেন করুণ-বচনে।
পরে আত্ম-বিবরণ, করিলেন বিজ্ঞাপন,—
মিথ্যার না মুচে অধিকার।

তাঁহার প্রচণ্ডালোকে, ভয় পেয়ে অজ্ঞ লোকে,
নিকটেতে নাহি আসে আর।
অনেকেতে এ প্রকার, শরণ লয়ে ও তাঁর,
মিথ্যা প্রতি আসক্ত-হৃদয়;—
ভ্রান্তিময় চন্দ্র-করে, লোকে যথা বাঞ্ছা করে,
দেখিতে স্বভাব-শোভা-চয়।
শুনিয়া পিতার বাণী, ভগবতী বীণাপাণি,
পরামর্শ দিলেন তাঁহারে।
'মিথ্যা-প্রিয় প্রজা দলে আনিবারে করতলে
দেহ ভার তোমার কন্যারে।
'কবিতার অধিষ্ঠান, হয় দেখ যে যে স্থান,
ত্রিদিব তথায় আবির্ভাব;
'পদ-ন্যাসে সুকোমল, ফুটে শত শতদল,
শোভা ধরে সমস্ত স্বভাব।
'নিন্দিয়া তরুণ-রবি, তব নন্দিনীর ছবি,
পিকবর জিনিয়া সুস্বর;
'রূপে আর সুধা-ভাষে, ভুলে লোকে অনায়াসে,
হইবে উহার অনুচর।
'রূপক-পুষ্পক-রথে, যে সময় মনোরথে,
তব সুতা করিবে ভ্রমণ,
'মিথ্যাধীন প্রজাগণে, কল্পনা ভাবিয়া মনে,
লবে আসি উহার শরণ।
'করিতে মানস-বশ, শিখায়েছি নবরস;
প্রত্যেকে হইবে সহকারী;

'যাহার যেমন মন, তারি মত রসায়ন,
করিবেন তোমার কুমারী।'
তাতে এই সুমন্ত্রণা, দিয়া শ্বেত-পদ্মাসনা,
অমনি হইলা অন্তর্দ্ধান।
সে অবধি এই মর্ত্ত্যে, লোকের হিতের অর্থে,
আমি করিলাম অবস্থান।
কলিতে সাহিত্য-রবি, কালিদাস মহাকবি,—
বর-পুত্র ছিল সে আমার।
কণ্ঠে তার করি বাস, শকুন্তলা-ইতিহাস
করিলাম নাট্যেতে প্রচার।
আর আর চমৎকার, কাব্য যত আছে তার,
মম বরে সকলি রচিত;
অদ্যাপি তাদের রস, পান করি গায় যশ,
যত সব রসিক পণ্ডিত।
কিন্তু হায়! বাহুবলে যখন যবন দলে
ভারত করিল অধিকার,
স্বাধীনতা-দেবী সঙ্গে, ভঙ্গ-মনে মান-ভঙ্গে,
করিলাম দেশ পরিহার।
শতাব্দ হলো লঙ্ঘন, কৃষ্ণচন্দ্র ভূভূষণ,
বঙ্গ-রাজ্যে আনিলা আমায়;
আমা হৈতে সদাশয় লভিলেন কবিদ্বয়—
প্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায়।
মম পূর্ব্বদুঃখ যত, প্রায় হয়ে ছিল গত,
উভয়ের সুখ্যাতি শ্রবণে;

তাদিগে হারায়ে, হায়! শোকাগুন পুনরায়,
দ্বিগুণ উঠিল জ্বলি মনে।
তারি কিছু কাল পর, মদন ও কবীশ্বর,
নির্ব্বাণ করিল সে অনল;
কাল কিন্তু বাদ করি, আবার তাদিগে হরি,
করিয়াছে অন্তর বিকল।
সেই শোকে অনিবার চক্ষে বহে অশ্রুধার;
পুত্র আর পাব কি তেমন!
দুঃখে বুক ফেটে যায়; এ কথা কহিব কায়,
করি তাই নির্জ্জনে রোদন।"
'কবিতা' দেবীর কথা শুনে, মনে হল ব্যথা,
নয়ন ভাসিল অশ্রুনীরে;
সান্ত্বনা করিতে যাই, কিন্তু দেখি তিনি নাই;
একা আমি বসি গঙ্গা-তীরে।